গ্যাসের চাপে তিতাস নদীর বুকে পানিতে বুদবুদ (বাঁয়ে)। নলকূপ চাপতে হয় না; ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের এই নলকূপ দিয়ে অনবরত পানি পড়ে —ছবি: দুলাল ঘোষ

তিতাস গ্যাসক্ষেত্র বিপদাপন্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন গ্রামে বাড়িঘরের মাটি ফুঁড়ে গ্যাস বের হচ্ছে, বিস্ফোরণের আশঙ্কা

অরুণ কর্মকার ও ওয়ালিদ সিকদার

দেশের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ গ্যাসক্ষেত্র তিতাস এখন বিপদাপন্ন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থিত এই ক্ষেত্রটির বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রায় পাঁচ বছর ধরে যে গ্যাস উদ্গিরণ হচ্ছে, তা তো কমেইনি উপরন্তু নতুন করে গ্যাস বের হচ্ছে ৬ নম্বর কূপের ভিত্তি (বেইজ) থেকে। ফলে সেখানে বিস্ফোরণের (ব্লোআউট) আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে বলে কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ জানিয়েছেন।

পেট্রোবাংলার ভূতত্ত্ববিদদের তৈরি ক্ষেত্রটির সর্বশেষ মানচিত্রে 'লোকেশন সি' হিসেবে চিহ্নিত পাঁচটি (৬, ৮, ৯, ১০ ও ১৬ নম্বর) কূপের সন্নিহিত এলাকাকে গ্যাস উদ্গিরণের কেন্দ্রবিন্দু দেখানো হয়েছে। অথচ 'লোকেশন এ'র ৩ নম্বর কূপকে গ্যাস উদ্গিরণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে গত জানুয়ারি মাসে বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই কূপটির ছিদ্রপথ বন্ধ করানো হয়েছে। এতে গ্যাস উদ্গিরণ মোটেই কমেনি। বরং এলাকাবাসী ও কয়েকজন ভূতত্ত্ববিদ বলেছেন উদ্গিরণ বাড়ার কথা।

গত ২৪ জুলাই তিতাস গ্যাসক্ষেত্রের বাখাইল, আনন্দপুর ও শ্যামপুর গ্রাম সরেজমিন ঘুরে দেখার সময় এলাকাবাসী এই প্রতিবেদককে বলেছে, গত ছয়-সাত মাসে গ্যাস ওঠা একটুও কমেছে বলে তাদের মনে হচ্ছে না। প্রায় তিন মাস আগে ২৬ এপ্রিল ওই এলাকা ঘুরে গ্যাস উদ্গিরণের যে পরিস্থিতি এই প্রতিবেদকের চোখে পড়েছিল, গত ২৪ জুলাইও তার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

শুধু এপ্রিল মাসে ওই এলাকার শুকনা মাঠ-ঘাটের কোথাও কোথাও আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। আর এখন সমগ্র এলাকা পানিতে ডুবে থাকায় গ্যাস উদ্গিরণজনিত বুদবুদ দেখা যায় পুরো এলাকার পানিতে। আর ওই গ্রামগুলোর প্রতিটি বাড়িঘরের মাটি ফুঁড়ে গ্যাস ওঠার আলামত আগের মতোই সুস্পষ্ট। সেখানকার কোনো বাড়িঘর-চুলায় লাকড়ি জ্বালানোর প্রয়োজন নেই। কারণ চুলার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

লাকড়ি ছাড়াই রান্না হচ্ছে, কারণ শ্যামপুর গ্রামে চুলার গর্ত গ্যাসে ভরা —প্রথম আলো